গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা

নৈতিকতা কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	সোলেমান খান সচিব
সভার তারিখ	১২ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	বেলা ১২:৩০ মিনিট
স্থান	ভার্চুয়াল মাধ্যম
উপস্থিতি	ভার্চুয়াল সভা

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভা শুরু করার জন্য উপসচিব (বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার কৌশল-কে অনুরোধ জানান। বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রথমে গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তিনি বলেন যে, ইতোমধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক শেষ হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এটি নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভা। ইতোপূর্বে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন।

০২. তিনি আরো জানান যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। তবে ২-১টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ একটু পিছিয়ে আছে। ২.৫ কার্যক্রমে উল্লেখিত প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করার বিষয়ে তেমন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। ৮টি প্রকল্প গত ৩০.০৬.২০২২ তারিখে সমাপ্ত হলেও কোন প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা হয়নি। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) এর দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে তিনি জানান যে, প্রকল্প পরিচালকদের সম্পদ হস্তান্তরের বিষয়ে পত্র দেয়া হলেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করার বিধান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হয়েছে। তথাপিও সম্পদ হস্তান্তর না হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ জানান। বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি। এছাড়া ৩.২ নং ক্রমিকে উল্লিখিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নির্বাচিত পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের উপস্থিতিতে ০১টি পর্যালোচনা সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা অর্জিত হয়নি। এ বিষয়ে নিরীক্ষা শাখার উপসচিব জানান যে, ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে খুলনায় উক্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু অনিবার্য কারণে সেটি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আগামী ত্রৈমাসিকে ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

০৩. জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাইলে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান যে, তাদের দপ্তর/সংস্থায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যক্রম চলমান আছে। জিআরএস সফটওয়্যারে অভিযোগ আসার সাথে সাথেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া তাদের সিটিজেট চার্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকারের আওতায় প্রাপ্ত পত্রগুলো তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

০৪. জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন যে, গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ নারায়ণগঞ্জের বেইলী স্কুলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, শিক্ষক প্রতিনিধি, অভিভাবক সদস্য, সাংবাদিকও শিক্ষানুরাগী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে বেশি কিছু সুপারিশ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) শিক্ষায় গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসনকে জেলা প্রশাসন হতে পৃথক করতে হবে;
(খ) NTRCA হতে চাহিদা মোতাবেক শিক্ষক পাওয়া না যাওয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া কর্মরত শিক্ষক এমপিওভুক্ত না হতে পেরে বিদ্যালয় থেকে চলে যাচ্ছে বিধায় বিদ্যালয়ে পাঠদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ ও এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(গ) মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিক্যুলাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকদের মতামত নেয়া প্রয়োজন;
(ঘ) অন্য কারো জমি শিক্ষা বিভাগের নামে রেকর্ড হলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসককে ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন;
(ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য Decentralization এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে;
(চ) বিদ্যালয়ের পাঠদান ও স্বীকৃতি অনুমোদনের আবেদন নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপরন্তু শাখা/বিষয় খোলার অনুমতি প্রদানের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে;
(ছ) বেসরকারি শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেড অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি সহজতর করা এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;
(জ) গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির হয়রানি থেকে শিক্ষকদের রক্ষা করার জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের NTRCA এর মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন এবং
(ঝ) যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নেই, সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

০৫। সভাপতি এ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে সকল সূচকে এ বিভাগ পিছিয়ে আছে সেগুলোর উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং নিধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশের বিষয়ে বলেন, বিদ্যালয়ের পাঠদান ও স্বীকৃতি অনুমোদন সংক্রান্ত সুপারিশ ব্যতীত অন্যান্য সুপারিশসমূহ নীতিগত বিষয়। সুতরাং এ সকল বিষয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। তিনি এসকল সুপারিশের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধানদের অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে এ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হয়:

৫.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়, যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৫.২ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রমাণকসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখায় প্রেরণ করতে হবে;

৫.৩ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

৫.৪ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে;

৫.৫ GRS সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে;

৫.৬ সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;

৫.৭ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদানের কার্যক্রম ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

৫.৮ অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশের বিষয়ে অনুবিভাগ প্রধানগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপযোগিতা বিবেচনায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

০৬. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সোলেমান খান
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০৫.০০২.২২.৯

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৯
০৫ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব (সকল)
২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধান (প্রশিক্ষণ শাখা)।
৩) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫) সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬) সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

মোঃ নূর-ই-আলম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)